সংবাদ

তারিখ 25 SEP 2013
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ২

'পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক দক্ষতা মানোন্নয়নের বিকল্প নেই'

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশে সবচেয়ে উপেক্ষিত শিক্ষা হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা। বর্তমানে এ শিক্ষায় শিক্ষিতের হার মাত্র ৩ শতাংশ। অথচ উন্নত দেশগুলোতে এ হার ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষ মানবসম্পদের হার ২০ ভাগে উন্নীতকরণের লক্ষ্য অর্জনে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক দক্ষতার মানোন্নয়নের বিকল্প নেই। কারণ বর্তমানে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এ শিক্ষাব্যবস্থায় একদিকে রয়েছে ব্যাপক শিক্ষক স্বল্পতা, অন্যদিকে আধুনিক কারিকুলাম বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণে নেই তেমন কোন কার্যকর উদ্যোগ।

গতকাল সকালে রাজধানীর কাকরাইলের আইডিইবি ভবনে 'জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মধ্যম স্তরের প্রকৌশল শিক্ষার গুরুত্ব ও করণীয় নির্ধারণে দেশের সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল কনফারেন্সে' বক্তারা এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। ইনস্টিটিউশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের সভাপতি একেএমএ হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শাহজাহান

প্রশাসনিক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

প্রশাসনিক : দক্ষতা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

মিএা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাশেম। স্বাগত ও মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন আইডিইবি'র সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান।

কনফারেন্সে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মান বাড়াতে শিক্ষা সচিবকে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। সেগুলো হলো পলিটেকনিকের শূন্যপদে জরুরি শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার, ব্যবহারিক ক্লাস নিশ্চিত ও মূল্যায়ন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং মনিটরিং ও শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং ভাতা বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সহযোগিতা প্রদান করে উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া, ২০০৮ সালের বিতর্কিত প্রজ্ঞাপন সংশোধনে জরুরি উদ্যোগ নেয়া প্রভৃতি।

কনফারেন্সে শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, 'কারিগরি শিক্ষা ছাড়া বিশ্বব্যাপী আমরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাব। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে এ শিক্ষায় ৩০ শতাংশে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের উন্নয়নের জন্য কৌশলগত বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীরাও কারিগরি শিক্ষায় সহায়তা দিতে চাচ্ছে।'

শিক্ষা সচিব আরও বলেন, '১৮০টি দেশে আমাদের দেশের কর্মীরা কাজ করছে। ১৬ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসছে। এরা যদি কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হতো তাহলে রেমিট্যান্সের পরিমাণ আরও অনেক বাড়ত। সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারপরও শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট আরও বাড়ানো উচিত।'

মূল বক্তব্যে ইনস্টিটিউশনের সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান উৎপাদনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে পলিটেকনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষা প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর ও বোর্ডের কঠোর মনিটরিং চালুর দাবি জানান। তিনি দক্ষ ও বৃত্তিমূলক জনবলের হার ২০ ভাগে উন্নীতকরণে বেসরকারি পলিটেকনিকসমূহের সুষ্ঠু বিকাশে সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করেন।

বিশেষ অতিথিরা ব্যবহারিক শিক্ষায় পলিটেকনিক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা পালনের বিষয়টি উল্লেখ করে এক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কার্যকর পদক্ষেপ ও নির্দেশনা প্রত্যাশা করেন।